বাংলার দ্বিতীয় বিশ্ব বাংলা গেট এবার আলিপুরদুয়ারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ এবারে আর কোনও অভিযোগ থাকবে না পর্যটকদের। আলিপুরদুয়ার এসে শহরে কিছু নেই বলে কাটিয়ে দেওয়ার সময় শেষ। বিশ্ব বাংলা গেটের টানেই পর্যটকরা ছুটে আসবেন আলিপুরদুয়ার শহরে, দাবি আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যানের। বিশ্ব বাংলা গেট রয়েছে কলকাতায়। তাই সেখানে গেলে গেটের সামনে গিয়ে ছবি না তুলে ফিরতে চান না কোনও পর্যটক। একই ছবি দেখা যাবে এবারে আলিপুরদুয়ারেও। আলিপুরদুয়ার শহরে প্রবেশ করার মুখে দমকল কেন্দ্রের সামনে গড়ে উঠবে বিশ্ব বাংলা গেট। ইতিমধ্যে একটি প্রতীকী ছবি প্রকাশ হয়েছে আলিপুরদুয়ার পুরসভার পক্ষ থেকে। এই খবর শোনার পর থেকে আলাদা উচ্ছ্বসিত আলিপুরদুয়ারবাসীর। বিশ্ব বাংলা গেট দেখতে আর ছুটতে হবে না কলকাতায় আলিপুরদুয়ারবাসীকে। শহরের আরও দুটি স্থানে গেট গড়ে তোলার ভাবনা গ্রহণ করা হয়েছে আলিপুরদুয়ার পুরসভার পক্ষ থেকে। পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিত কর জানান, আলিপুরদুয়ার জেলায় বেড়াতে এসে পর্যটকরা শহরে খুব একটা আসেন না। তাঁদের আকৃষ্ট করার জন্য বিশ্ব বাংলা গেটের উদ্যোগ। মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ে গেটের নকশা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ঝিলগুলির সৌন্দর্যায়ন করা হবে।

পুজোর মুখে ডাকাতির ছক! বানচাল করল পুলিশ, ধৃত ৩ দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর মুখে বড়সড় ডাকাতির ছক। বিলাশবহুল গাড়িতে বসে ডাকাতির উদ্দেশ্যে বের হওয়া দুষ্কৃতীর দলকে হাতেনাতে ধরল পুলিশ। ডাকাত দলের সমস্ত পরিকল্পনা মুহূর্তে বানচাল করে দিল নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। দার্জিলিংয়ের নকশালবাড়ি স্কুলডাঙি এলাকার ঘটনা। বুধবার ভোররাতে বিলাশবহুল গাড়িতে বসেই ডাকাতির উদ্দেশ্যে বের হয় ৩ দুষ্কৃতী। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই ডাকাত দলের খেল খতম। পুলিশের হাতে পাকড়াও ৩ দুষ্কৃতী। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে পিস্তল-সহ ৪ রাউন্ড কার্তুজ। জানা গেছে, ডাকাতির উদ্দেশ্যে মঙ্গলবার রাতেই নকশালবাড়ির এক হোটেল এসে ওঠে ওই দুষ্কৃতীরা। এরপর ভোররাতের দিকে হোটেল থেকে বেরিয়ে বিলাসবহুল গাড়িতে চেপে ডাকাতির জন্যে রওনা দেয় তারা। কিন্তু বিলাসবহুল ওই গাড়ির গতিবিধি সন্দেহ হয় পুলিশের। গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালাতেই পাকড়াও। উদ্ধার হয় ৯ এমএম পিস্তল-সহ ৪ রাউন্ড কার্তুজ। ধৃতরা হল নন্দু গোস্বামী, বাবলু জয়সওয়াল ও বিশ্বজিত সিংহ। ধৃতরা শিলিগুড়ির দেবিডাঙা, প্রধাননগর ও খালপাড়ার বাসিন্দা। ধৃতদের মধ্যে নন্দু গোস্বামী পুলিশের কাছে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করে বলে জানা গেছে। ধৃতদের বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। ধৃতদের রিমান্ডে নিয়ে এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতদের থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি বিলাশবহুল গাড়ি।

রাজস্থানে কাজে গিয়ে মৃত্যু মালদার পরিযায়ী শ্রমিকের, শোকস্তব্ধ পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ আবারও ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে প্রাণ হারালেন মালদার এক পরিযায়ী শ্রমিক। রাজস্থানে টাওয়ার নির্মাণের প্ল্যান্টে কাজ করার সময় দুর্ঘটনায় ওই মৃত্যু হয়। মৃতের নাম সৌভিক শেখ (১৯)। বাড়ি মালদার বৈষ্ণবনগর থানার বেদরাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দারিয়াপুরের ভাদুটোলায়। তাঁর অকালমৃত্যুর খবর বাড়িতে পৌঁছতেই শোকস্তব্ধ পরিবারের লোকজন। কারখানায় কাজ করার সময় তাঁর মাথার উপর লোহার রড এসে পড়েছিল। ওই শ্রমিকের কফিনবন্দি নিথর দেহ কখন ফিরবে, সেই অপেক্ষায় রয়েছে শোকস্তব্ধ পরিবার। জানা গেছে, মাস তিনেক আগে কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন মালদহের বৈষ্ণবনগরের দারিয়াপুর এলাকার ওই পরিযায়ী শ্রমিক। রাজস্থানে পৌঁছন তরুণ সৌভিক। সেখানে তিনি একটি বহুজাতিক কোম্পানির টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্পের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। সোমবার রাতে রাজস্থানের ওই প্ল্যান্ট থেকে সহকর্মীরা তাঁর বাড়িতে ফোন করেছিলেন। জানানো হয়, কাজের ফাঁকে প্ল্যান্ট এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন সৌভিক। সেসময় হঠাৎই বিরাট লোহার রড তাঁর মাথার উপর এসে পড়ে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। লোহার রডের আঘাতে ঘটনাস্থলেই সৌভিকের মৃত্যু ঘটে। স্থানীয় থানা থেকে পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। বৈষ্ণবনগরের ভাদুটোলা গ্রামের বাড়িতে এই খবর পৌঁছতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজনরা। মৃত শ্রমিকের বাবা রবিউল শেখ বলেন, সংসারের অভাব চলছিল। তাই কিছু রোজগারের আশায় ছেলেকে বাইরে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু বাড়ির ছেলেকে এভাবে হারাতে হবে, সেটা ভাবতেই পারিনি। ছেলেকে আর ফিরে পাব না।

শ্রমিক বোঝাই গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজে সজোরে ধাক্কা, আহত প্রায় ২০

তরুণ রায়, আলিপুরদুয়ার, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর মুখে আবারও সাংঘাতিক পথদুর্ঘটনা। শ্রমিক বোঝাই গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে আলিপুরদুয়ার তুলসীপাড়া ব্রিজ এলাকায়। দুর্ঘটনায় ২০ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে চালক-সহ কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। জানা যায়, লঙ্কাপাড়া চা বাগানের ২০ নং লাইন থেকে প্রায় ২০ জন শ্রমিককে নিয়ে একটি ছোট গাড়ি কাজে যাচ্ছিল। সেই সময় গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রিজের রেলিংয়ে সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে কয়েকজন শ্রমিক গাড়ি থেকে ছিটকে বাইরে পড়েন। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন স্থানীয় লোকজন। আহতদের উদ্ধার করে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। গাড়ির চালককের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে বীরপাড়া হাসপাতাল থেকে শিলিগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হয়েছে।

মেলেনি পুজোর বোনাস! কাজ বন্ধ রেখে অফিসের সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নকশালবাড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যজুড়ে উৎসবের আবহ। ইতিমধ্যেই বহু পুজোর উদ্বোধন হয়ে গেছে, ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে পড়েছেন অনেকে। তবে এখনও চা বাগানের বহু শ্রমিকের হাতে পুজোর বোনাস আসেনি। তাই এবার ২০ হারে বোনাসের দাবিতে আন্দোলনে নামলেন তাঁরা। এদিন নকশালবাড়িতে চা বাগানের শ্রমিকরা এই আন্দোলন করেন। সরকারি নির্দেশের পরেও বিভিন্ন চা বাগানে পুজোর বোনাস নিয়ে টালবাহানার অভিযোগ। নকশালবাড়ির অটল চা বাগানের সাতভাইয়া ডিভিশনে বোনাস নিয়ে বিক্ষোভ। দুর্গাপুজোর আগে বোনাস না পেয়ে বিক্ষোভে শামিল শ্রমিকরা। জানা যাচ্ছে, সাতভাইয়া ডিভিশনে ৫০০ জন শ্রমিক কাজ করেন। অভিযোগ, পুজোর আর ২ দিন বাকি থাকলেও বোনাস দিচ্ছে না কর্তৃপক্ষ। তাই এদিন কাজ বন্ধ রেখে চা বাগানের শ্রমিকেরা অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান। জানা গেছে, মালিকপক্ষ ১৫ শতাংশ বোনাস, বাকি ৫ শতাংশ পরে দেওয়ার আশ্বাস দিলেও শ্রমিকেরা এই শর্ত মানতে চাননি। এরপর এদিন বিক্ষোভে শামিল হন তাঁরা। শ্রমিকদের অভিযোগ, আগে থেকেই মজুরি দেয়নি চা বাগান কর্তৃপক্ষ। এবার দুর্গাপুজোর আগে বোনাস না পেলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

জেলাবাসীর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে আজও ধুলিয়ান কাঞ্চনতলা জমিদার বাড়ির '২২ পুতুলের' দুর্গাপুজো

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৪ সেপ্টেম্বরঃ মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান কাঞ্চনতলা জমিদার বাড়ির '২২ পুতুলের' দুর্গাপুজো জেলাবাসীর কাছে সুপরিচিত। প্রায় ৩০০ বছর আগে শুরু হওয়া এই দুর্গাপুজোয় দেবী উমা এবং তাঁর সন্তানদের সঙ্গে পুজো করা হয় ১১ জন দেবী এবং ১১ জন দেবতাকে । তাই '২২ পুতুলে'র দুর্গাপুজো আজও মুর্শিদাবাদের দুর্গাপুজোর মানচিত্রে জেলাবাসীর অন্যতম আকর্ষণ। জমিদার বাড়ির অনেক সদস্যদের মতে, প্রায় ৩০০ বছর আগে ঢাকার বিক্রমপুরের মারুচি গ্রামে 'বসু' পরিবারে এই পুজোর সূচনা করেছিলেন রাঘবেন্দ্র রায়। পরবর্তীকালে এই পুজো স্থানান্তরিত হয় মুর্শিদাবাদের কাঞ্চনতলা গ্রামে। জমিদার পরিবারের দশম পুরুষ সুদীপ রায় বলেন, প্রাচীন রীতিনীতি মেনে প্রায় ৩০০ বছর ধরে একই রকম নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের পরিবারের দুর্গাপুজো হয়ে আসছে। পরিবারের সদস্যরা দেশ- বিদেশে যেখানেই থাকুক না কেন পুজোর দিনগুলোতে তাঁরা সকলে মুর্শিদাবাদের কাঞ্চনতলার বাড়িতে অবশ্যই উপস্থিত হবেন। শাক্ত মতে এই জমিদার বাড়িতে দেবী দুর্গার পুজো করা হয়। সুদীপবাবু জানান , 'আমরা দেবীপুরান মতে মা দুর্গার আরাধনা করি। এখানে দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে মোট ২২ জন বিভিন্ন দেবদেবী থাকেন। সেই কারণে অনেকের কাছে এই পুজো ২২ পুতুলের পুজো নামে পরিচিত। জমিদার বাড়ির এই পুজোতে দুর্গা মূর্তির সবথেকে উপরে দেখতে পাওয়া যায়, মকরবাহিনী গঙ্গা দেবীকে । তাঁর সঙ্গে মহাদেব নিজের দুই সহচর- নন্দী এবং ভৃঙ্গীকে নিয়ে উপস্থিত থাকেন। এছাড়াও দেবীর অকালবোধনকে স্মরণ করে প্রতিমার সঙ্গে থাকেন রাম-লক্ষণ। দেবী মূর্তির পাশে দেখতে পাওয়া যায় মা তারা, নরসিংহ, জয়া- বিজয়া সহ আরও একাধিক দেব-দেবীকে। সুদীপবাবু বলেন, শাক্ত মতে অনুষ্ঠিত আমাদের পুজোতে সপ্তমী, সন্ধিপুজো এবং নবমীতে পাঁঠা বলিদান প্রথা আজও চালু রয়েছে। পুজোর দিনগুলোতে আমরা দেবীর উদ্দেশ্যে অন্নভোগ দিই না। তার পরিবর্তে মা দুর্গাকে ফল এবং অন্যান্য জিনিস ভোগ হিসেবে নিবেদন করা হয়। প্রাচীন প্রথা মেনে আজও শতবর্ষ প্রাচীন কাঠামোতে দেবী প্রতিমা নির্মাণ হয় বাড়ির ঠাকুর দালানেই। তবে কাঞ্চনতলা জমিদার বাড়ির দুর্গা পুজোর অনন্য বৈশিষ্ট্য এখানে মন্ত্র ও স্তোত্র পাঠের মধ্যে দিয়ে পুজো শুরু হয় দুর্গাপুজোর আগের নবমী থেকে (এবছর এই পুজো শুরু হয়ে হয়েছে সোমবার থেকে)। তবে প্রতিমাকে বেদীতে বসানো হয় পঞ্চমী অথবা ষষ্ঠীর দিন কোনও এক শুভ মুহূর্তে। এখন প্রতিদিন দু'বেলা ঘটে পুজো হচ্ছে। জমিদার পরিবারের এই পুজোতে প্রজাদের জন্য সর্বদাই থাকত অবারিত দ্বার। একসময় পুজোর দিনগুলোতে 'রাজা-প্রজা' একসঙ্গে বসেই খেতেন। তবে এখন আশেপাশের গ্রামে দুর্গা পুজোর সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে জমিদার বাড়ির পুজোতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। সুদীপবাবু আরও বলেন, বহু বছরের রীতি মেনে দশমীর দিন আজও ৩২ জন বেহারাদের কাঁধে চাপিয়ে দেবী প্রতিমাকে গঙ্গা নদীতে বিসর্জনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাই, বোন ও কচিকাচাদের মুখে হাসি ফোটাতে দুর্গোৎসবে এগিয়ে আসেন গ্রামের মুসলিমরাই!

দেবশ্রী মজুমদার, বীরভূম, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না এতটুকু। রাজসিক দুর্গাপূজা করা কি চাট্টিখানা কথা! তাই কেউ সাহস করে পূজা করার কথা ভাবেন নি। কিন্তু তাবলে পূজা হবে না! তা কি হয়! আর সে কারনেই, হিন্দু সম্প্রদায়ের ভাই, বোন, ছোট ছোট কচিকাচাদের মুখে হাসি ফোটাতে প্রতিবার এগিয়ে আসেন গ্রামের মুসলিমরাই! এ যেন আরেক গুড সামারিটানের গল্প! মনের উদারতার নিদর্শন এর থেকে ভালো আর কি হতে পারে! বীরভূমের বোলপুর থেকে ১৩ কিমি ও নানুর থেকে ১২ কিমি দূরে চারকোল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পাপুরি গ্রাম। মুসলিম অধ্যুষিত ত্রিশ হাজার মানুষের বাস এই গ্রামে। এই গ্রামে দশ থেকে বারো ঘর দুঃস্থ উচ্চবর্ণের ঘোষ, বেনে ছাড়াও শ'দুয়েক বাগদি পরিবারের বাস। তাঁদের সামর্থ্য ছিল না দুর্গোৎসবের ব্যয় বহন করার। এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের মনের কথা, 'উৎসবের কটা দিন হিন্দু ভাইয়েরা মুখ ভার করে থাকবে আমাদেরও ভালো লাগে না'। তাই তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন গ্রামে দুর্গোৎসব হবে। হিন্দু ভাইদের আর্থিক সাহায্য করবেন তাঁরা। গ্রামের কাজল সেখ, সেখ নাসিরুদ্দিন সাহেবরা বলেন, আমাদের যেমন ঈদ, তেমনি হিন্দু ভাইয়েদের দুর্গোৎসব। আমরা আলোচনা করে জানতে পারি, শুধুমাত্র আর্থিক অভাব অনটনের জন্য ইচ্ছে থাকলেও, তাঁদের মনের সাধ পূরণ হয় না। সেই কাজে আমরা তাঁদের পাশে দাঁড়াই। বিগত পুজোতেও আমরা তাদের হাতে ৫০ হাজার টাকা তুলে দিয়েছি। তবে আমরা বলেছি, আমাদের ধর্মে মূর্তি পুজো নিষিদ্ধ। তাই আমরা অংশগ্রহণ করতে পারব না। তবে সর্বতভাবে সাহায্য করবো। জেনারেটর, বক্স ভাড়া বাবদ ২০ হাজার টাকা খরচ। তারপর ভোজের খরচ হাজার তিরিশেক। সেটা আমরা দিই। বাকি প্যান্ডেল, আর পূজার খরচ যোগার করেন তাঁরা। জানা গেছে, ২০১১ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর এই গ্রামে প্রথম পূজা হয়। আর সেই উদ্যোগে আর্থিক সাহায্যে এগিয়ে আসেন মুসলিমরাই। পাপুরি পূর্ব পাড়ার শতোর্ধ নেফাজুদ্দিন সেখ জানান, একশ বছর আগেও এই গ্রামে পূজা হত না। এই গ্রামে হিন্দুর বাস ভালোই ছিল। এখনও গ্রামে আছে রায় পুকুর, ধোবা পুকুর, ময়রা পুকুর নাম। গ্রামের হিন্দুদের অনেকেই শহরমুখী হওয়ায় এই গ্রামে হিন্দুর বাস কমে যায়। শোনা কথা, একসময় নিত্যানন্দ মহাপ্রভূ মতান্তরে চৈতন্য মহা প্রভূ পুরী যাচ্ছিলেন এই গ্রাম দিয়েই। বেশ কিছু গ্রাম অন্তর তাঁর পালকির কাঁধ পাল্টাত । কাহাররা প্রস্তুত থাকত তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। একবার ওই গ্রামে তাঁর পা পড়ে। তা থেকেই নাকি এই গ্রামের নাম পাপুরি। যে ক'জন হিন্দুর বাস এই গ্রামে। তাঁরা ঈদে অংশগ্রহন করেন আমাদের সাথে। তাঁদেরটা আমরা বুঝি। তাঁরাও আমাদেরটা বোঝেন। একই কথা বলেন, অশীতিপর হরিচরন ঘোষ, শিক্ষক আসগর আলি সাহেবরা। সেখ নাসিরুদ্দিন বলেন, পিছনের একশ বছরের ইতিহাসে এই গ্রামে পুজোর ইতিহাস নেই। আমরা মূর্তি পূজায় শরিক হতে পারি না। এবারও বলেছি, মাছ ও ভোজের খরচ আমরা দেব। পুজো কমিটির বাপ্পা ঘোষ, উত্তম ঘোষ, অমর দে'রা বলেন, মুসলিম ভাইয়েরা সাহায্যের হাত না বাড়ালে আমরা এই পুজো করতে পারতাম না। পুজো ক'দিন আমাদের মন খারাপ করত। কিন্তু পরমত বা পর ধর্মের প্রতি সম্মান ইনাদের কাছে শেখার মত। আমরা তো কাজল সেখকে দিয়ে ফিতে কেটে পুজো মণ্ডপের দ্বারদোঘাটন করাই। আমরা উনার কথা মত, গ্রামের শ'দুয়েক বাগদি পরিবারকে এই পুজোয় সামিল করেছি। পুজোর একদিন হিন্দুরা সবাই মিলে একসাথে ভোজন করি। খরচ দেন মুসলিম ভাইয়েরা। খিচুরি, বিভিন্ন পদের রান্না, মাছ, চাটনি, পাঁপড়, মিস্টি এসব মেনুতে থাকে। জম্পেস মজা করে কচিকাচারা উৎসবের দিনগুলিতে। এবার পুজোর থিম হাত পাখা ও কুলো দিয়ে ঐতিহ্যমণ্ডিত প্যাণ্ডেল। কাজল সেখ বলেন, এই মণ্ডপ থেকে ৫০০ মিটার দূরে একটি মসজিদ আছে। আজানের সময় মণ্ডপে ঢাক বাজানো, মাইক বাজানো থাকে। এটাই বাংলার সংস্কৃতি।

২০০ বছরের পুরনো রীতি, আজও পটচিত্রেই দুর্গাপুজো হয় মঙ্গলকোটের রায় পরিবারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মঙ্গলকোট, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য প্রাচীন দুর্গাপুজো। তবে এই দীর্ঘ ঐতিহ্যের ভিড়েও মঙ্গলকোট ব্লকের জয়পুর গ্রামের রায় পরিবারের দুর্গাপুজো তার স্বতন্ত্র পরিচয়ে আলাদা স্থান দখল করে আছে। কারণ, এখানে দেবী দুর্গার মৃন্ময়ী প্রতিমার পুজো হয় না, গত দুই শতাব্দী ধরে চলে আসছে পটচিত্র পুজো। এই বিশেষ রীতি শুধু রায় পরিবারকেই নয়, পুরো গ্রামকেই আবেগে জড়িয়ে রেখেছে। প্রায় ২০০ বছরেরও বেশি পুরোনো এই পুজো। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, পুজোর সূচনালগ্ন থেকেই মাটির প্রতিমার পরিবর্তে দেবীর রূপ অঙ্কিত হত পটচিত্রে। সেই আঁকা ছবিকেই দেবী রূপে প্রতিষ্ঠা করে পুজো করার রীতি আজও অটুট। আগে গ্রামে দক্ষ চিত্রশিল্পীদের দিয়ে আঁকানো হত এই পট। প্রতিবার দুর্গাপুজোর আগে শিল্পীর হাতে নতুন পট আঁকানোর প্রথা ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রশিল্পীর সংখ্যা যেমন কমেছে, তেমনই প্রযুক্তির ছোঁয়া এসে বদলে দিয়েছে প্রাচীন পদ্ধতিকে। বর্তমানে পটচিত্রের জায়গায় এসেছে কম্পিউটারে প্রিন্ট করা পোস্টার, যা একটি লোহার ফ্রেমে আটকে মণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত হয়। পদ্ধতি পাল্টালেও আবেগ ও ভক্তির মাত্রা একটুও কমেনি। পুজোর পরিবেশেও এসেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। প্রাচীন মন্দিরের সামনেই তৈরি হয় বাঁশের প্যান্ডেল। প্যান্ডেল ঘিরে থাকে রঙিন আলোর ঝলকানি, আলোয় ঝলমল করে ওঠে মণ্ডপ। দুর্গাপুজোর এই কয়েকটি দিন রায় পরিবারের প্রত্যেক সদস্য ঘরে ফিরে একত্রিত হন। মিলিতভাবে তারা পালন করেন পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া ঐতিহ্য। পরিবারের সদস্য অনুপম রায় বলেন, এখানে প্রতিমা নিরঞ্জন হয় না। আগে পুকুরে পট নিয়ে গিয়ে একটু জল ছিটিয়ে নিয়ে আসা হত। কিন্তু বেশ কিছু বছর ধরে ঘট বিসর্জনের পর জল নিয়ে এসে মায়ের চরণ ধুয়ে দেওয়া হয়। এই পূজোর নিজস্ব কিছু অনন্য নিয়মও রয়েছে। যেমন- অষ্টমী ও নবমীর দিন এখানে দেওয়া হয় চালকুমড়ো ও আখের বলি। আজও যখন দূরদূরান্তের মানুষ ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজো দেখতে আসেন, জয়পুরের রায় পরিবারের পটচিত্র পূজো তাঁদের কাছে এক অনন্য অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে। পুরনো দিনের স্মৃতি, পারিবারিক ঐক্য আর প্রাচীন রীতি মেনে চলার দৃঢ়তাই এই পুজোকে আলাদা পরিচিতি দিয়েছে। সময়ের স্রোত অনেক কিছু বদলালেও, জয়পুরের রায় পরিবারের দুর্গাপুজো আজও এক জীবন্ত ইতিহাস, যা অতীত আর বর্তমানকে হাতে হাত রেখে বয়ে নিয়ে চলেছে ভবিষ্যতের দিকে।

ভুট্টার বস্তার আড়ালে গাঁজা পাচার, গ্রেফতার লরি চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ শিলিগুড়ি জেলার ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ভুট্টার বস্তার আড়ালে লরিতে করে গাঁজা পাচারের একটি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেছে। এই ঘটনায় লরি চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত চালক কোচবিহারের বাসিন্দা প্রদীপ সরকার। বুধবার ভোরে ফাঁসিদেওয়ার গুয়ালতলি মোড় এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি সন্দেহজনক লরি দেখা গেছে বলে জানা গেছে। লরিটি তল্লাশি করলে ভুট্টার বস্তা থেকে ৫৭ কেজি ওজনের ১১ প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার করা হয়। সূত্রের খবর, কোচবিহার থেকে বিহারে গাঁজা পাচার করা হচ্ছিল। পুলিশ লরিটি বাজেয়াপ্ত করেছে এবং ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ তদন্ত করছে।

ঝড়বৃষ্টি আর জলাবদ্ধতায় দুশ্চিন্তায় মেদিনীপুরের ফুলচাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর মরশুম দরজায় কড়া নাড়ছে। বড় উৎসব মানেই ফুলের চাহিদা আকাশছোঁয়া। বিশেষত দুর্গাপুজোর আগে গাঁদা, রজনীগন্ধা, জবা, চন্দ্রমল্লিকা কিংবা গোলাপ- সবকিছুরই বাজারে আলাদা কদর তৈরি হয়। কিন্তু এবছর সেই আশার আলোয় বড় দাগ কেটেছে টানা বৃষ্টি আর জলাবদ্ধতা। মেদিনীপুরের ফুলচাষিরা ভুগছেন দুশ্চিন্তায়। প্রায় এক মাস ধরেই পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঘাটাল, দাসপুর, চন্দ্রকোনা, খড়গপুরের মতো এলাকায় লাগাতার ভারী বর্ষণ হয়েছে। এর সঙ্গে নদী-খাল-বিল ভরে গিয়ে অনেক জায়গায় জল দাঁড়িয়ে পড়েছে। যেসব জমিতে ফুলচাষ হচ্ছে, সেই ক্ষেতও বাদ যায়নি। চাষিরা জানাচ্ছেন, টানা বৃষ্টির জেরে ক্ষেতজমিতে জমে থাকা জল ফুলগাছকে দুর্বল করে তুলছে। ফলে গাছগুলির পচন ধরছে, কলি ঝরে পড়ছে, আর যে ফুল ফুটছে, তারও মান আগের মতো থাকছে না। একজন ফুলচাষি বললেন, ' চাষে আমরা অনেকটা ভরসা রাখি দুর্গাপুজোর সময়। দাম ভাল পাওয়া যায়, কিন্তু এবার ক্ষেতের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে লোকসানের মুখে পড়ব। বৃষ্টির জল নেমে না গেলে আর কোনও ভরসা নেই।'' অন্য এক চাষির বক্তব্য, ' তিন বিঘা জমিতে চাষ করেছি। এবার মনে হচ্ছে চাষে খরচ ওঠানোই দুষ্কর হবে। গাছের গোড়ায় জল দাঁড়িয়ে থাকায় সার-ওষুধের প্রভাবও ঠিক মতো পড়ছে না।'' পশ্চিম মেদিনীপুরের গ্রামীণ অর্থনীতিতে ফুলচাষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাজার হাজার পরিবার এই চাষের উপর নির্ভরশীল। বিশেষত উৎসবের সময় ফুলের বাজার ধরে রাখতেই চাষিরা সারা বছর কঠোর পরিশ্রম করেন। কিন্তু আবহাওয়ার এই অস্থিরতা তাঁদের সমস্ত পরিকল্পনায় ভাঁটা ফেলছে। শুধু ক্ষেত নয়, ইতিমধ্যেই অনেক ফুল খেত থেকে বাজারে আনার সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কারণ, বৃষ্টির জেরে কাঁচা রাস্তা কর্দমাক্ত। ফলে ট্রাক, ভ্যান, এমনকি সাইকেলেও ফুল নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। পরিবহণ ব্যয় বাড়ছে, আর সময়মতো ফুল পৌঁছনো যাচ্ছে না কলকাতা ও অন্যান্য শহরের পাইকারি বাজারে। কলকাতা-সহ শহরাঞ্চলের বাজারে এবছর ফুলের চাহিদা যথেষ্ট বেশি। উৎসবের মরশুমে প্রতিদিন কয়েকশো ট্রাক ফুল শহরে ঢোকে। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী জোগান দিতে পারছেন না মেদিনীপুরের চাষিরা। এক পাইকার জানালেন, ' ফুলের চাহিদা সবসময়ই থাকে। কিন্তু এবছর সরবরাহ কম হবে। তার প্রভাব পড়বে দামে। ফুলের খুচরো বাজারে গাঁদা কিংবা রজনীগন্ধার দাম অনেকটাই বাড়তে পারে।'' চাষিদের দাবি, এভাবে যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বারবার ফুলচাষে প্রভাব ফেলে, তবে তাঁদের জীবন-জীবিকা গভীর সঙ্কটে পড়বে। তাই সরকার ও কৃষি দফতরের তরফে বিশেষ সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে বলে খবর। কিন্তু চাষিদের মতে, কাগুজে আশ্বাস নয়, প্রয়োজন অবিলম্বে জল নামানোর ব্যবস্থা এবং ক্ষেত রক্ষায় বাস্তব পদক্ষেপ। স্থানীয় কৃষি আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, টানা জলাবদ্ধতার ফলে মাটির উর্বরতায়ও প্রভাব পড়তে পারে। তাই যত দ্রুত সম্ভব বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন উঁচু বেডে চাষ, ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নত করা, কিংবা জল জমে না থাকার মতো নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগে করা। তবে এসবই দীর্ঘমেয়াদি সমাধান। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল দুর্গাপুজোর আগে ফুলের ক্ষতি কমানো। চাষিরা বলছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে কিছু করার নেই, কিন্তু প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপই এখন একমাত্র ভরসা। কারণ, ফুলচাষের সঙ্গে শুধু অর্থনীতি নয়, হাজারো পরিবারের রুটি-রুজির প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। পুজোর আনন্দে ফুল ছাড়া কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সেই আনন্দের নেপথ্যে যে শ্রম, সেই শ্রম যদি প্রতিবার প্রকৃতির দাপটে ভেস্তে যায, তবে ভবিষ্যতে এই চাষে আগ্রহ হারাবেন বহু মানুষ। মেদিনীপুরের ফুলচাষিরা তাই এবার দুর্গাপুজোর আনন্দের অপেক্ষায় নন, বরং আতঙ্কে দিন গুনছেন। জল কত দ্রুত নামবে, ক্ষতি কতটা সামাল দেওয়া যাবে-সেই হিসেবেই কাটছে তাঁদের দিন। এবারের উৎসব কি তাঁদের জীবনে হাসি আনবে, নাকি আরও একবার লোকসানের অন্ধকারে ঠেলে দেবে-সেই উত্তরই এখন অজানা।

নোটিশ

আমি মক্কেল সুষমা ঘোষ স্বামী- নিমাই ঘোষ সাং- উত্তর মৌড়ী, পালপাড়া পোঃ- আন্দুল মৌড়ী, জেলা- হাওড়া পিন - ৭১১৩০২ মহাশয় গত ইং ০৬.০২.২৩ তারিখে এডিএসআর ডোমজুড় অফিস হইতে রেজিস্ট্রিকৃত I-041 নং দলিল মূলে সৌমিত্র পাল, শ্রীমতী তন্দ্রা পাল শ্রীমতী রত্না পাল সকলের পিতা-অবনী ভূষণ পাল ইহাদের পক্ষে শ্রী গৌতম পাল পিতা- অবনী ভূষণ পাল সাং- উত্তর মৌড়ী নিবাসী মহিয়াড়ী ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মহিয়াড়ী মৌজায় হাল ১৪৫ খতিয়ানে সাবেক ১৮৫২ হাল ২১৭৬ দাগে ১